সংবাদ

তারিখ ... 16 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... ৬ কলাম ... ৩ ...

এক প্রতিষ্ঠানকে ২ লটের বেশি কাজ নয়

এনসিটিবির অবস্থান পরিবর্তন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

'এক' প্রতিষ্ঠানকে দুই লটের (কাজ) বেশি কাজ নয়'- প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের বরাত দিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থান পরিবর্তন করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। সংস্থাটি ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপতে কোন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে দুই লটের বেশি কাজ না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এখন আবার প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের ব্যাখ্যা চাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এজন্য সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট ইউনিটের (সিপিটিইউ) মতামত চাচ্ছে এনসিটিবি। গতকাল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিকের বই মুদ্রণের শর্ত নিয়ে অবস্থান : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

অবস্থান : পরিবর্তন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়, অধিদফতর, বিশ্বব্যাংক ও এনসিটিবির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জানা যায়, প্রাথমিকের বই বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ছাপানো হয়। তাই এই অনুশাসন এক্ষেত্রে কার্যকর হবে কিনা তা আগে জানতে হবে। যদিও অনুশাসনের শেষদিকে বলা হয়েছে, 'একই সাথে দু'টি কাজ পেলে যথাসময়ে শুরু করতে পারলে এবং শেষ করবে নিশ্চিত হলে পরে আরো কাজ পাবে এরূপ বিধান সন্নিবেশ করার পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।' এক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজ দিতেও বাধা নেই। এজন্য বিষয়টির পুরোপুরি ব্যাখ্যা জানতে সিপিটিইউর মতামত চেয়েছে এনসিটিবি।

এ বিষয়ে এনসিটিবির একজন কর্মকর্তা বলেন, 'সভায় আমাদের বলা হয়েছে- লট কমানো যাবে না, প্রচলিত নিয়মেই বই ছাপতে হবে। যাদের যোগ্যতা আছে তারা বেশি লটের কাজ পাবে, যাদের পর্যাপ্ত অবকাঠামো নেই তারা কম কাজ পাবে।'

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'সাধারণত বিশ্বব্যাংকের সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে তাদের প্রকিউরমেন্ট নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করা হয়। কিন্তু সংস্থাটিকে না জানিয়েই প্রাথমিক স্তরের বই মুদ্রণের ৯৮টি লটকে ৪৮টিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু দেশে কাজ করার মতো ২৪টি ভালো প্রতিষ্ঠান নেই। তাই এই অনুশাসন কার্যকর হলে অনেক ঝুঁকি থেকে যায়। বছরের শেষ নাগাদ অর্ধেকের বেশি কাজ শেষ হবে না। বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তারাও এসব কথাই বলেছেন।'